‘বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অবস্থানজনিত সমস্যা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সমীক্ষা’ শীর্ষক প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: বাংলাদেশের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) অনুপ্রবেশ একটি ঐতিহাসিক এবং চলমান সংকট। সর্বপ্রথম ১৯৭৮ সালে জাতিগত সহিংসতার জের ধরে প্রায় ২,০০,০০০ মায়ানমারের নাগরিক (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় প্রায় ১,৮০,০০০ জন অনুপ্রবেশকারী মায়ানমারের নাগরিককে (রোহিঙ্গা) প্রত্যাবাসন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সাল থেকে আগস্ট ২০১৭ এর পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আগত মোট চার লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অবস্থান করেছে। আগস্ট ২০১৭ থেকে এ পর্যন্ত রোহিঙ্গা প্রায় ৫,৩৬,০০০ জন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করে যা স্মরণকালের ভয়াবহতম মানবিক বিপর্যয়। জাতিসংঘ এই ঘটনায় রোহিঙ্গাদের বিশ্বের সবচেয়ে নিগৃহীত জনগোষ্ঠী হিসেবে এবং মায়ানমার কর্তৃপক্ষের এই সাম্প্রতিক নৃশংসতাকে “জাতিগত নিধন” হিসেবে চিহ্নিত করে। পূর্ব থেকে বাংলাদেশে অবস্থানরত চার লক্ষাধিক রোহিঙ্গার সাথে নতুন করে যুক্ত হওয়া পাঁচ লক্ষাধিক আশ্রয়প্রার্থীর ঢল বাংলাদেশের সীমান্তে মানবিক বিপর্যয় এবং জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এবং মানবিক দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার সাময়িক আশ্রয় এবং জরুরী সহায়তা প্রদান করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আশ্রয়প্রার্থীদের মানবিক সহায়তায় এগিয়ে এসেছে এবং মানবিক সহায়তায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক অনুপ্রবেশটি সংখ্যায় বিপুল হওয়ায় এবং হঠাৎ করে হওয়ায় আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা স্বত্ত্বেও এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় বহুবিধ চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। বিশেষত নানা জরুরী বিষয়ে চাহিদার প্রেক্ষিতে যোগানে অপ্রতুলতা দেখা দেয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারসহ অন্যান্য অংশীজনরা এই সংকটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ত্রাণ যোগান এবং ব্যবস্থাপনায় মনোনিবেশ করায় বর্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে নানাবিধ অপরাধ, নির্যাতন, অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকির সম্ভাবনাসহ দীর্ঘমেয়াদী এই সংকটের কারণে বেশ কিছু ভবিষ্যৎ ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে যা বাংলাদেশের মত ছোট রাষ্ট্রের পক্ষে সমাধান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এরই প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বর্তমান সংকট ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং সংকট মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সংকট নিরসনে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের গবেষণাভিত্তিক তথ্যনির্ভর সহায়তা দানে এই দ্রুত সমীক্ষাটি গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত এই সমীক্ষাটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে অবস্থানরত ‘বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিক’-দের ত্রাণ ও আশ্রয় ব্যবস্থাপনার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সাম্প্রতিক এবং দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনে এই গবেষণায় নিম্নলিখিত গবেষণা প্রশ্নসমূহ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে:

- সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম ও সমন্বয় ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
- রোহিঙ্গা নাগরিকদের জন্যে গৃহীত নানাবিধ উদ্যোগ এবং ত্রাণ ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
- বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এর উত্তরণে সুপারিশ প্রদান

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পরিধি কি ?

উত্তর: গবেষণাটিতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত আশ্রয়প্রার্থী মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশ থেকে শুরু করে অস্থায়ী শিবিরে পৌঁছানোর পদ্ধতি, মৌলিক চাহিদাসহ অন্যান্য সহায়তায় গৃহীত নানাবিধ উদ্যোগ, রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া, ত্রাণ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকি, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দায়িত্ব এবং সমন্বয় ও নানাবিধ অপরাধ ও দুর্নীতির ঝুঁকির বিষয়সমূহ পর্যালোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: গবেষণাটিতে কোন বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে?

উত্তর: গবেষণায় বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত আশ্রয়প্রার্থী মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট মানবিক সহায়তায় (সীমান্ত অতিক্রমন, ক্যাম্পে আশ্রয় প্রদান, ত্রাণ সহায়তা, নিবন্ধন, স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপত্তা ইত্যাদি) বিদ্যমান সমসাময়িক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ এবং এই বিপুলসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীদের বাংলাদেশে অবস্থানের চলমান ও দীর্ঘমেয়াদী সংকটের বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। তবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কিছু পরিমাণগত তথ্যও উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই বাছাই ও বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটিতে বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তথ্য সংগ্রহের সীমা নির্ধারণে 'তথ্য সম্পৃক্তি'র (উধঃধ ঝধঃঁৎধঃরড়হ) বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। গবেষণায় মাঠ পর্যবেক্ষণ এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, মানবিক সহায়তায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি, নিবন্ধসমূহ, ওয়েসাইট এবং গণমাধ্যম প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীদের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র; সাংবাদিক ও আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাগরিকদের প্রতিনিধি মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা রয়েছে। এক্ষেত্রে গুণগত গবেষণার পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা হয়। কখনও কখনও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ধারণার জন্য একই ব্যক্তির একাধিকবার সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে। আশ্রয় শিবিরের প্রকারভেদে সব ধরনের শিবির (নিবন্ধিত, মেকশিফ্‌ট ও বিচ্ছিন্ন অবস্থান গ্রহণ) পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে আশ্রয়প্রার্থীদের অস্থায়ী শিবিরসমূহে আগমন প্রক্রিয়া বোঝার জন্যে স্থল ও জল উভয় ধরনের সীমান্তই নির্বাচন করা হয়েছে। সমীক্ষাটিতে চার সদস্যের একটি গবেষণা দল কাজ করেছে এবং রোহিঙ্গাদের সাক্ষাৎকার নেয়ার ক্ষেত্রে ভাষা প্রতিবন্ধকতা এড়ানোর জন্য রোহিঙ্গাদের ভাষা বোঝে এমন দুই জন তথ্য সংগ্রহকারীও কাজ করেছে। এই সমীক্ষাটি সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে অক্টোবর ২০১৭ সময়কালে পরিচালিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: এই গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা রয়েছে। এক্ষেত্রে গুণগত গবেষণায় অনুসরণকৃত পদ্ধতিসমূহ একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা হয়। কখনও কখনও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ধারণার জন্য একই ব্যক্তির একাধিকবার সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য গবেষণাভুক্ত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত আশ্রয়প্রার্থী মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বাহিনী, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আশ্রয়প্রার্থী মায়ানমারের নাগরিকদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন ৮: এই প্রতিবেদনটি কোন সময়ের তথ্য তুলে ধরেছে?

উত্তর: এটি একটি সমীক্ষামূলক গবেষণা এবং সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে অক্টোবর ২০১৭ সময়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

প্রশ্ন ৯: সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

উত্তর: গবেষণাটি সম্পাদনের জন্য টিআইবি'র পক্ষ থেকে চিঠির মাধ্যমে কক্সবাজার জেলা প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে। পাশাপাশি গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য টিআইবি'র পক্ষ থেকে একাধিকবার চিঠি, ই-মেইল এবং টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় উঠে এসেছে?

উত্তর: মানবিক সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার, এদেশের সাধারণ মানুষ, জাতিসংঘ এবং মানবিক সংগঠনগুলোর নেয়া ত্বরিত ও সমন্বিত উদ্যোগ এই জরুরী পরিস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে প্রশংসনীয়। সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন কাজ করলেও বিভিন্ন সংগঠনের পরিচালিত কার্যক্রম সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য উন্মুক্তকরণের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। সীমান্ত অতিক্রম থেকে আশ্রয়স্থলে পৌঁছানো এবং আশ্রয় শিবির তৈরি পর্যন্ত রোহিঙ্গারা বিভিন্ন অসাধু চক্রের হাতে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির শিকার হয়। নৌকায় সীমান্ত পার হওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে, প্রতি এক লক্ষ কিয়াটে ৬,০০০ টাকা প্রদানের কথা থাকলেও দালালদের কাছ থেকে তারা পাচ্ছে ২,০০০-৪,৫০০ টাকা। বাংলাদেশী মুদ্রার মান জানা না থাকায় স্থানীয় যানবাহন ব্যবহারে অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করতে হয়েছে। আশ্রয়ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি অসাধু চক্রকে প্রতিটি পরিবারকে গড়ে ২,০০০-৫,০০০ টাকা দিতে হয়েছে। উল্লেখ্য, উপরোক্ত প্রতিটি ধাপের প্রতারণার সাথেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিরাপদ খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার এখনো ব্যাপক অপ্রতুলতা এবং এ সংক্রান্ত যে সকল স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে তার তদারকি ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়েছে। স্থাপিত নলকূপগুলোর ৩০% দ্রুত প্রতিস্থাপন/মেরামত করা প্রয়োজন। এছাড়া উপযুক্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তাছাড়া প্রদত্ত অস্থায়ী টয়লেটগুলোর ৩৬% নিকট ভবিষ্যতে ভরাট হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় হলো যেভাবে পরিবেশ বিপর্যয় এবং বনায়ন উজাড় হচ্ছে তাতে ইতোমধ্যে ভবিষ্যতে বড় ধরনের পরিবেশ বিপর্যয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনো এ সংক্রান্ত কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়নি। অধিকন্তু, তালিকাবিহীন অবস্থায় বিপুলসংখ্যক মানুষ সীমানা অতিক্রম করায় মাদকদ্রব্যসহ বিভিন্ন দ্রব্য চোরাচালানের ঝুঁকি বেড়েছে- যা এই গবেষণা প্রতিবেদনটিতে গুরুত্বের সাথে উঠে এসেছে।

প্রশ্ন ১১: এই প্রতিবেদনে প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ কী কী?

উত্তর: উদ্ভূত রোহিঙ্গা সমস্যাটি যাতে একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ হয়ে না পড়ে এবং প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা। রোহিঙ্গা সমস্যাটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। বাংলাদেশ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয় প্রদান করলেও এর সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে (প্রতিবেশী ভারত ও চীনসহ মায়ানমারের সাথে বিশেষ কূটনৈতিক, ব্যবসা, বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক রয়েছে এমন সকল দেশ ও জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে) এগিয়ে আসতে হবে। ত্রাণ সহায়তার পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবর্তন নিশ্চিতে মায়ানমারের ওপর সমন্বিত কূটনৈতিক প্রভাব, বিশেষ করে সুনির্দিষ্ট চাপ প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া পর্যাপ্ত লোকবল সরবরাহের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব সকল রোহিঙ্গার বায়োমেট্রিক নিবন্ধন সম্পন্নকরণ এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য ত্রাণপ্রাপ্তির সঙ্গে এই নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে। রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের জন্য একটি সমন্বিত ওয়েবসাইট তৈরি এবং নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে তা হালনাগাদ করা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরিবেশ, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সমন্বয়ে অনতিবিলম্বে একটি পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১২: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ উপস্থিত সকলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া একই দিনে মূল প্রতিবেদনসহ সার-সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয় এবং যে কোনো ব্যক্তি ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারে।

####